বিবেকানন্দ-স্মৃতিধন্য রামনাদের সেতুপতি রাজপরিবার

তীর্থঙ্কর দাশগুপ্ত

পথে ও প্রান্তরে, কাছে ও দূরে, পথ চলার বাঁকে বাঁকে আকস্মিক পরিচয় আমাদের জীবনে এনে দেয় এক অনাবিল আনন্দ। এমনই একটি পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে রামনাদ শহর—বর্তমানে রামনাথপুরম নামে পরিচিত। রামনাথপুরম একটি ছোট্ট শহর, যা ঐ একই নামে তামিলনাড়ুর একটি বড় জেলার সদরও। এইটিই ছিল প্রাচীন রামনাদ রাজ্যের রাজধানী।

২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে কাজের সূত্রে আমায় তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকের বেশ কয়েকটি জায়গায় যেতে হয়েছিল। রামেশ্বরমে দিন কতক থেকে আমি তখন রামনাথপুরম জেলার উত্তরকোশমঙ্গাই, থিরুপুলানি, দেবীপত্তনম, ধনুষ্কোডি প্রভৃতি জায়গায় কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুপ্রাচীন মন্দিরগুলো দেখে নিচ্ছি। এরই মধ্যে একদিন স্বামীজীর স্মৃতিপূত রামনাদ শহরে চলে গেলাম। ওখানে রামনাথপুরম রাজপ্রাসাদের একটি অংশে একটি ছোট্ট সংগ্রহশালা আছে। সেটি দেখছি আর অবাক হয়ে ভাবছি, কেন একটিও বিবেকানন্দ সম্পর্কিত প্রদর্শনী, এমনকী তাঁর একখানি ছবি পর্যন্ত ওখানে নেই? এই সেই রাজপ্রাসাদ যা ভারতবর্ষের এক ক্রান্তিকারী সংবর্ধনার সাক্ষী! প্রতীচীতে মহান বাণী প্রচারের পর স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্য ও অনুরাগীদের নিয়ে রামনাদ রাজ্যের পাম্বানেই প্রথম ভারতের মাটি স্পর্শ করেন। বিবেকানন্দ-শিষ্য তৎকালীন রামনাদ-নরেশ ভাস্কর সেতুপতি সপার্ষদ স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথমে পাম্বানে ও পরে তাঁর রাজধানী রামনাদে এক অভূতপূর্ব রাজকীয় সংবর্ধনা জানান। স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গিগণ এই রাজপ্রাসাদেই 'শঙ্করবিলাসম' নামক একটি মহলে কয়েকদিন বাস করেন। বিশেষ রাজদরবার আহুত হয় স্বামীজীর সংবর্ধনার জন্য এবং সেই দরবারে রাজা ভাস্কর সেতুপতি স্বয়ং তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দকে এক প্রাণস্পর্শী মানপত্র দিয়ে অভিনন্দিত করেন। নবজাগরণের উত্তাল আবেগে সারা ভারতবর্ষ ভেসে যায়।

ঐ মিউজিয়ামেই খোঁজ নিয়ে জানলাম, সেই বিখ্যাত সেতুপতি রাজপরিবারের বংশধর এই প্রাসাদেরই একাংশে বাস করেন। একটি স্থানীয় যুবক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাদের নিয়ে গেলেন রাজার মহলের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত। খবর পাঠাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজসান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে বর্তমান রাজা কুমারণ সেতুপতি আমাদের স্বাগত জানালেন, আর পরিচয় করিয়ে দিলেন রাজপরিবারের কয়েকজনের সঙ্গে। তাঁদের মধ্যে প্রধানা অবশ্যই তাঁর স্ত্রী রানি লক্ষ্মীকুমারণ সেতুপতি। নীল রক্তের কিঞ্চিত গর্ব সত্ত্বেও তাঁরা দুজনে অত্যন্ত অমায়িক, আধুনিক কেতায় শিক্ষিত ও প্রাঞ্জলভাবে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনায় পটু। স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁরা অসম্ভব শ্রদ্ধাশীল এবং গর্বিত এই কারণে যে, তাঁদের পূর্বপুরুষ রাজা ভাস্কর সেতুপতি স্বামীজীর জগৎজোড়া খ্যাতিলাভের বহু পূর্বেই সেই পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর মহত্ত্বে আকৃষ্ট হন এবং তাঁকে শিকাগো বিশ্বধর্মসম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হয়ে যোগদানের জন্য শুধু অনুরোধ নয়, অর্থসাহায্যও করেন।

আধঘন্টার আলাপচারিতার পর দেখলাম, রানি লক্ষ্মী রাজা কুমারণের কানে ফিসফিস করে কিছু অনুরোধ জানাচ্ছেন। রাজাও হাসিমুখে সম্মতি দিলেন 'আনন্দের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে'—এই বলে। এরপর রানি আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ "একটি রাজকীয় রীতি ভাঙছি আপনাদের জন্য। আপনারা এতদূর থেকে—স্বামীজীর জন্মস্থান থেকে এসেছেন এই দক্ষিণপ্রান্তে আমাদের সঙ্গে পরিচিত হতে। আমি রাজার অনুমতি নিচ্ছিলাম আপনাদের এই রাজপরিবারের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা ও অন্দরমহল দেখানোর জন্য। রাজা সানন্দে অনুমতি দিয়েছেন। এখন চলুন, আপনাদের সব ঘুরিয়ে দেখাই।" আমরাও খুশি মনে রানি লক্ষ্মীর অনুবর্তী হলাম।

প্রথমেই তিনি সোজা নিয়ে গেলেন তাঁদের অন্দর মহলের একটি বিশাল হলঘরে। এটির দেওয়ালে একটি বিরাট তেলরঙে আঁকা স্বামীজীর ছবি। শিকাগো বিশ্বধর্মসম্মেলনে যোগ দিতে ভারত থেকে যাত্রা করছেন। পায়ের নিচে সুনীল সাগরের

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে কন্যাকুমারিকার দক্ষিণে সমুদ্রবক্ষে ভারতের শেষ প্রস্তরখণ্ড থেকে ধ্যানোত্থিত বিবেকানন্দের সঙ্গে রামনাদে ঐ রাজ্যের রাজা ভাস্কর সেতুপতির সাক্ষাৎ হয় এবং রাজা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর বর্তমান লেখক সেই সেতুপতি রাজপরিবারের সাম্প্রতিক চিত্র উপহার দেওয়ার সূত্রে 'স্বামীজীই আমাদের যোগসূত্র' উক্তিটি পাঠকবর্গকে চমৎকারভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।—**সম্পাদক**

তরঙ্গাভঙ্গা। এরপর রানি আমাদের দরবার হল প্রভৃতি প্রাসাদের অন্যান্য অংশে নিয়ে গেলেন।

রানির সৌজন্যে ও স্বচ্ছন্দ ধারাভাষ্যে আমরা জানলাম যে, বর্তমান রামনাথপুরম রাজপ্রাসাদটি প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো। আগেই বলা হয়েছে, এই প্রাসাদেরই 'শঙ্করবিলাসম' নামে অংশটিতে স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্য ও অনুরাগিবৃন্দ নিয়ে কয়েকদিন রাজ-অতিথিরূপে বাস করেন। এই রাজপ্রাসাদের দরবার হলেই অভূতপূর্ব উচ্ছ্বাস, জাঁকজমক ও বাঁধনহারা আবেগের মাঝে স্বামীজীকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। স্বামীজীর ইংরেজি জীবনীতে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ আছে। রামনাদের রাজারা পুরুষানুক্রমে বিখ্যাত রামেশ্বরম শিবমন্দিরের পরিচালক-মণ্ডলীর প্রধান। বর্তমান রাজা কুমারণ সেতুপতিও মন্দির পরিচালনা সমিতির প্রধান হিসাবে আমাদের সামনেই রামেশ্বরমে মন্দির-কর্তৃপক্ষকে ফোনে নির্দেশ দিলেন আমাদের যেন রাজ-অতিথিরূপে মন্দিরে বিশেষ দর্শন ও পূজার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। পরদিনই রাজার নির্দেশ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গো পালিত হয়।

রানি আমাদের জানালেন যে, পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী রামেশ্বরমে রামনাদ-রাজার 'রামমন্দির' নামে একটি দোতলা বাড়িতে বেশ কিছুদিন তপস্যা করেন। বাড়িটি রামেশ্বরম শিবমন্দিরের উলটোদিকে। বর্তমানে বাড়িটির সংস্কারের কাজ চলছে রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে। রামকৃষ্ণ মিশন ও বর্তমান রাজা-রানির যৌথ প্রস্তাব অনুযায়ী বাড়িটির নতুন নামকরণ হচ্ছে—'বিবেকানন্দ ভাস্করম' এবং এটির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনব্যবস্থা রামেশ্বরম-মন্দির ট্রাস্টের হাতে দেওয়া হচ্ছে। আমরাও রামেশ্বরমে থাকার সময় বাড়িটি দেখে এসেছি।

রামনাথপুরম রাজপ্রাসাদের অন্যতম একটি প্রবেশতোরণ। ইনসেটে (ডানদিক থেকে) রানি লক্ষ্মীকুমারণ সেতুপতি, রাজা কুমারণ সেতুপতি ও লেখক।

আমার ধারণা ছিল যে, রামনাদ একটি অতি ক্ষুদ্র রাজ্য। ঐ যেমন 'রাজসিংহ' উপন্যাসের 'রূপনগর' বা 'প্রিজনার অফ জেন্ডা'র 'জেন্ডা' রাজ্যের মতো। নামেই রাজ্য, প্রকৃতপক্ষে একটি ছোট জনপদ ও সংলগ্ন ভূখণ্ড মাত্র। রানি লক্ষ্মী জানালেন যে, এই রামনাদ রাজ্য কন্যাকুমারী-সংলগ্ন তিরুনেলভেল্লী থেকে তাঞ্জোর-সংলগ্ন থিরুমায়ম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। থিরুমায়মে এক সেতুপতি রাজা একটি দুর্গও নির্মাণ করেন। সমগ্র রামেশ্বরম দ্বীপ, পাম্বান, রামনাথপুরম প্রভৃতি অঞ্চল এই রাজত্বের অংশ ছিল। সেতুপতি রাজবংশ পঞ্চদশ শতক থেকে রামনাদ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে। রানি আরো জানালেন যে, পুরাণ ও লোক-ইতিহাস অনুসারে, এই সেতুপতি বংশ রামায়ণের নায়ক শ্রীরামচন্দ্রের সময় থেকে রামনাদে আছে। শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের আদি পুরুষদের 'রামের গোত্র' প্রদান করেন। ক্রমে এই বংশ তাঞ্জোরের চোল রাজবংশের সঙ্গো বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং পরবর্তী কালে চোলেরা রামনাদ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বসবাস শুরু করে ও চতুর্দশ শতক পর্যন্ত রামনাদে রাজত্ব করে।

রাজত্ব কবে চলে গেছে! কিন্তু দেখে অবাক হতে হয়, মাদুরাই-তাঞ্জোরের দক্ষিণ ভূভাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই সেতুপতি রাজবংশের বর্তমান রাজা-রানিকে সাধারণ মানুষ এখনো তাঁদের রাজা-রানি বলে মান্যতা দেন! কুমারণ সেতুপতি ও লক্ষ্মীকুমারণ সেতুপতি বয়সে বেশ নবীন। রানি জানালেন, তাঁদের বিবাহ হয়েছে ১৯৯৪ সালে। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে এই রাজ-দম্পতির। ছেলেটির নাম মুথুরামলিঙ্গাম ও মেয়েটির নাম মহালক্ষ্মী। বয়স যথাক্রমে ১০ ও ৮। ভবিষ্যতের রামনাদরাজ মুথুরামলিঙ্গাম ও তার ছোট বোন মহালক্ষ্মী চেন্নাই-এ থেকে পড়াশোনা করে। রানি লক্ষ্মী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ M.Sc. ও M.Phil করেছেন।

প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল আমাদের রাজ-সান্নিধ্যে সেই ঐতিহাসিক রাজপ্রাসাদে বিচিত্র আলাপচারিতায় কাটল। বিদায় নেওয়ার সময় রানির শেষকথাটি ভাল লাগল। আমি তাঁদের আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানালে রানি বললেনঃ "স্বামীজীই আমাদের যোগসূত্র। আবার আসবেন।" ❑